॥ মৃচ্ছকটিক নাটকের বঙ্গানুবাদ ॥

আলোচ্য কালে 'মৃচ্ছকটিক' নাটক বঙ্গানুবাদে যে তিনজন অনুবাদকের অনুবাদ প্রয়াস লক্ষিত হয় তাঁদের মধ্যে কালানুক্রমে অঘোরনাথ তত্ত্বনিধি প্রথম। তাঁহার রচনাকাল ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দ। পরবর্তী অনুবাদক রামময় শর্ম্মা তর্করত্ন ইহার অনুবাদ করেন ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে [১৯৩১ সংবৎ] এবং বৈকুণ্ঠনাথ বসু কর্তৃক 'মৃচ্ছকটিক' নাটক অনূদিত হয় ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে [১৩০৬ সাল]।

অঘোরনাথ তত্ত্বনিধি রচিত 'মৃচ্ছকটিক' নাটক বঙ্গানুবাদের প্রায় সম্পূর্ণ অংশই তাঁহার কাল্পনিক রচনা। তাঁহার অনুবাদে কোন অঙ্ক বিভাগ নাই। অনূদিত অংশের সহিত মূলের অল্প সাদৃশ্য অনুভব করা গেলেও এই অংশগুলি মূলানুসরণের দৃষ্টান্ত নহে। সে তুলনায় রামময় শর্ম্মা কর্তৃক অনূদিত নাটক অনেকটা মূলানুগামী। তবে মাঝে মাঝে বর্ণনীয় বিষয় একটু দীর্ঘ হইয়াছে। আবার, বৈকুণ্ঠনাথ বসু পঞ্চম অঙ্কেই অনুবাদ-গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। এই স্বল্প পরিসর অনুবাদে কখনও মূলানুগ, কখনও ভাবানুবাদ, কখনও বা স্বকল্পিত রচনা-প্রয়াস দেখা যায়। মূলের অনেক অংশই তিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন।

প্রথম অনুবাদক অঘোরনাথ তাঁহার অনুবাদের পূর্ব্বে 'অবতরণিকা' অংশে লিখিয়াছেন –

> "আমি উক্ত নাটকের অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত মাত্র সুললিত সাধুভাষায় সঙ্কলন করিলাম। ইহা যে কথিত পুস্তকের অনুরূপ অনুবাদ তাহা নহে। কেবল

উপাখ্যানভাগ অবলম্বন পূর্ব্বক সমুদয় গ্রন্থ রচিত হইল। ভাষান্তরে অনুবাদ করিতে হইলে পৃথক ভাষাতে সমুদায় সৌন্দর্য্য থাকে না। বিশেষতঃ সংস্কৃত শাস্ত্র অতি সুললিত এবং সুশ্রাব্য, বঙ্গভাষায় তাহার চমৎকারিতা সংস্থাপনে অনেক আয়াস ও বহুদর্শিতা আবশ্যক করে, সুতরাং যে যে বিষয় সাধুভাষায় অনুবাদিত হইলে দুরূহ ও অসংলগ্ন বোধ হয় সে সকল স্থল একেবারে পরিত্যাগ করা গিয়াছে। এবং প্রয়োজনবশতঃ কোন কোন বিষয় নূতন করিয়া সন্নিবেশিত হইয়াছে। 'মৃচ্ছকটিক' এই নাম উচ্চারণমাত্রে সাধারণের অর্থ সংগ্রহে আয়াস বাহুল্য প্রযুক্ত ইহার নাম "চারু চরিত" হইল।"

'বিজ্ঞাপন' অংশে অঘোরনাথ আরও লিখিয়াছেন যে, তিনি আদ্যোপান্ত ও বৃত্তান্তমাত্র সুললিত ভাষায় সঙ্কলন করিয়াছেন।' যে অধিকাংশই অনুবাদকের স্বকীয় কল্পনায় পরিচালিত হইয়াছে তাহা সহজেই বোঝা যায়।

অনুবাদের প্রকৃতি নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে কিছু কিছু অংশ উল্লেখ করা গেল। মূল প্রথম অঙ্কের দশম শ্লোকের বঙ্গানুবাদে মূলের সহিত কতকটা সাদৃশ্য অনুভব করা যায়, যদিও আক্ষরিক অনুবাদের লক্ষণ ইহাতে নাই।

" সম্প্রতি ইহাই ভাবিতেছি যে এবম্বিধ দীনভাবে আর কতকাল যাপিত হইবে। দেখ চিরকাল তিমিরময় গৃহে অবস্থিতজনের মনে সহসা আলোক দর্শনে যেমন একপ্রকার অনির্ব্বচনীয় আনন্দোদয় হয়, তেমনি দুঃখাবসানে সুখানুভব সাতিশয় আহ্লাদজনক হইয়া থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি

অপরিসীম সুখাস্বাদন করিয়া দীনভাব লাভ করে সে
জীবন্মৃত সম দেহ বহন করত কালাতিপাত করিতে থাকে।"[১]

এই অংশের সহিত মূলের সাদৃশ্য থাকিলেও অন্যান্য সকল বর্ণনাই প্রায় অনুবাদকের স্বকীয় কল্পনা। এই কাল্পনিক বর্ণনার কিছু কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করা গেল। বসন্তসেনাকে অন্যান্যদিগের ন্যায় হাস্যময়ী না দেখিয়া মদনিকা যাহা বলিয়াছিলেন তাহা অনুবাদকের মূলবহির্ভূত রচনা। যেমন –

"এক্ষণে তোমার আর ক্ষণকাল বিলম্ব বিধেয় নহে।
অতএব সুয়ম্বর কারণ ঘোষণা কর কিম্বা তোমার এই সখীর
বিবাহের ভার প্রদানে কৃপণতা পরিহার কর। তোমার
মদনিকার অসাধ্য কার্য্য কি আছে?"

মদনিকার সহিত বিবাহের আলাপ প্রসঙ্গে বসন্তসেনা চারুদত্তের কথা বলিলে মদনিকা বলিল –

"প্রিয় সখি! যদি তিনিই তোমার নিতান্ত মনোমত
হইয়াছেন তবে কৌশলক্রমে তদীয় গোচরে আত্মবিচরণ
নিবেদনে কিজন্য অপেক্ষা কর?" – এই সকল অংশে মূল
সম্পর্ক প্রায় নাই বলিলেই চলে।

আবার, আলোচ্য অনুবাদে শৈশবে মাতাপিতাহীন সম্বাহক কর্তৃক

---

১. চারুদত্ত ঃ বয়স্য –

সুখং হি দুঃখান্যনুভূয় শোভতে
ঘনান্ধকারেষ্বিব দীপদর্শনম্।
সুখাত্তু যো যাতি নরো দরিদ্রতাং
ধৃতঃ শরীরেন মৃতঃ স জীবতি ॥১০॥ ১ম অঙ্ক –

দ্যূতক্রীড়ার দীর্ঘ বর্ণনা থাকিলও মূল দ্বিতীয় অঙ্কের সহিত ইহার সাদৃশ্য নাই এবং কর্ণপুরক কর্তৃক দুইটি হস্তীর যেরূপ বর্ণনা অনুবাদে দেখা যায় মূলে সেরূপ বর্ণনার কোন ইঙ্গিত নাই।

মূল তৃতীয় অঙ্কে বর্ণিত শর্বিলকের চৌর্য্যবৃত্তির বর্ণনার উল্লেখমাত্র অনুবাদে যাহা রহিয়াছে তাহাও মূলসম্পর্কবর্জ্জিত এবং শর্বিলকের চৌর্য্যবৃত্তির কথা জানিতে পারিয়া অনুবাদে মদনিকা কর্তৃক যেরূপ তিরস্কার বর্ণনা রহিয়াছে এরূপ দীর্ঘ তিরস্কারের বর্ণনাও মূলে নাই। আবার মূলে যেরূপ অভিসারের বর্ণনা আছে বসন্তসেনার সেই অভিসারের বর্ণনার কিঞ্চিৎ আভাসমাত্র অনুবাদে দেখা যায়।

অঘোরনাথের সুকল্পিত বর্ণনার নিদর্শনস্বরূপ নিম্নলিখিত আর একটি অংশ উদ্ধৃত করা গেল।

> "মহারাজ আর্য্যক বিনয় বশে কহিলেন, বসন্তসেনা রাজার পূর্ব্ব পত্নী ছিলেন। সম্প্রতি দুরদৃষ্ট দুরীভূত হইয়াছে। আপনি এ পর্য্যন্ত ইহার পাণিপীড়ন করেন নাই। অতএব আপনার অনুমতি হইলে আর্য্যাকে আর্য্য মহীপতির মহিষীপদে অভিষিক্ত করি। চারুদত্ত তদ্বচনে সম্মত হইলেন।"

এই উদ্ধৃতিগুলি দ্বারা ইহা স্পষ্টতঃই প্রমাণিত হয় যে, অঘোরনাথ তত্ত্বনিধির বঙ্গানুবাদের প্রায় সম্পূর্ণ অংশই তাঁহার সুকল্পিত রচনা। কিছু কিছু অংশের সহিত মূলের সাদৃশ্য অনুভব করা গেলেও তাহা অতি সামান্য। অনুবাদে কোনো অঙ্ক বিভাগ না থাকায় অনূদিত গ্রন্থের আলোচনা সুবিন্যস্ত নয়।

পরবর্তী অনুবাদক রামময় শর্ম্মা ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে [১৯৩১ সংবৎ] 'মৃচ্ছকটিক' নাটক অনুবাদ করেন। তিনি 'বিজ্ঞাপন' অংশে নাটকের প্রাচীনতা বিচার করিয়াছেন এবং শূদ্রক রাজা যে রাজা বিক্রমাদিত্যের অনেক পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাও বলিয়াছেন। নাটকের নায়ক চারুদত্তের প্রসঙ্গও এখানে উল্লাপিত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন –

> "বরদা প্রসাদ মজুমদার মহাশয়ের প্রার্থনায় বঙ্গভাষায় এই গ্রন্থের অনুবাদ করিলাম। অনুবাদ ও সংশোধন বিষয়ে সাধ্যানুসারে পরিশ্রম করিতে ত্রুটি করি নাই এবং আশু হৃদয়ঙ্গম হইবার নিমিত্ত ইহার মধ্যে অধিক সংস্কৃত শব্দও প্রয়োগ করি নাই।"

আলোচ্য অনুবাদের প্রারম্ভে নান্দীপাঠের পর নট-নটীর আলোচনা মূলানুযায়ী হইয়াছে। প্রথম অঙ্কের ১০ সংখ্যক শ্লোকের অনুবাদে রামময় শর্ম্মা লিখিয়াছেন –

> "চারু – বয়স্য, নিবিড় অন্ধকার মধ্যে প্রদীপের আলোক যেমন শোভা পায় 'দুঃখভোগের' পর সুখভোগ হইলে সেইরূপ সমধিক সন্তোষজনক হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি সুখভোগের পর দরিদ্র হইয়া দুঃখভোগ করে সে কেবল শরীরমাত্র অবলম্বন করিয়া মৃতপ্রায় হইয়া থাকে।"

আবার, ৪৮ সংখ্যক শ্লোকের বঙ্গানুবাদে বিট কর্তৃক আর্য্য চারুদত্ত সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহার অনুবাদ এইরূপ –

> "বিট – মুর্খ। তিনি আর্য্য চারুদত্ত। তিনি দীন ও দুঃখীজনের পক্ষে স্বীয়গুণস্বরূপ ফলভরে অবনত কল্পতরু, সাধুদিগের আশ্রয়প্রদ, শিক্ষিত শাস্ত্রের দর্পনস্বরূপ, বিশুদ্ধ চরিত্রের

পরীক্ষাস্থান, সুশীলতা সলিলের জলধিস্বরূপ এবং নিয়ত সৎকর্ম্মকারী, লোকমর্য্যাদারক্ষক, সরলভাবাপন্ন ও ঔদার্য্যাদি পৌরুষ গুণসম্পন্ন ; অতএব মনুষ্যগণের মধ্যে কেবল তিনিই সর্বজন প্রশংসনীয় হইয়া জীবিত আছেন ; অন্যেরা কেবল প্রাণধারণ করিতেছেন ।" ২.

দ্বিতীয় অঙ্কের বঙ্গানুবাদও একইভাবে মূল অনুসরণ করিয়াই অগ্রসর হইয়াছে । দ্বিতীয় অঙ্কের বঙ্গানুবাদে মূলের কোন ব্যতিক্রম দেখা যায় না ।

মূল তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় শ্লোকে বীণার গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে চারুদত্ত যাহা বলিয়াছেন তাহাও মূলেরই যথোচিত ভাষানুর । যেমন –

"চারু – বীণাটি অসমুদ্রোৎপন্ন রত্ন স্বরূপ । যেহেতু বীণা উৎকণ্ঠিত মনের মনোহারিণী ও মধুর ভাষিণী সখীস্বরূপ । নায়ক বা নায়িকা সঙ্কেত স্থানে গমন করিতে বিলম্ব করিলে নায়িকা বা নায়কের চিত্তবিনোদের এক উৎকৃষ্ট উপায় । বিরহাতুর জনগণের প্রিয়তমা কামিনীর ন্যায় মনের স্থৈর্য্য সম্পাদিনী এবং পরস্পর অনুরক্ত নায়ক ও নায়িকার প্রণয় পরিবর্ধিনী ।" ৩.

---

২. বিট – মূর্খ ! আর্য্য চারুদত্তঃ খল্বসৌ –

দীনানাং কল্পবৃক্ষঃ সগুণফলনতঃ সজ্জনানাং কুটুম্বী ।
আদর্শঃ শিক্ষিতানাং সুচরিতনিকষঃ শীলবেলা সমুদ্রঃ ॥
সৎকর্ত্তা নাবমন্তা পুরুষগুণনিধির্দক্ষিণোদর সত্ত্বো ।
হ্যেকঃ শ্লাঘ্যঃ স জীবত্যাধিকগুণতয়া চোচ্ছ্বসন্তীবচান্যে ॥
॥ ৪৮ ॥ ১ম অঙ্ক –

৩. চারুদত্ত – অহো অহো [সাধু সাধু রেভিলেন গীতম্]
বীণা হি নাম অসমুদ্রোৎস্থিতং রত্নম্ ।
কুতঃ–উৎকণ্ঠিতস্য হৃদয়ানুগুণা বয়স্যা
সঙ্কেতকে চিরয়তি প্রবরো বিনোদঃ ।
সংস্থাপনা প্রিয়তমা বিরহাতুরাণাং
রক্তস্য রাগপরিবৃদ্ধিকরঃ প্রমোদঃ ॥৩॥ – ৩য় অঙ্ক –

তৃতীয় অঙ্কেও অনুবাদকের সতর্ক দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়।

মূল চতুর্থ অঙ্কের ২২,২৩ সংখ্যক শ্লোকের অনুবাদে রামময় শর্ম্মা যাহা লিখিয়াছেন তাহাও মূলের অনুগামী হইয়াছে। যেমন –

> "শর্বি – অয়ে, ইনি আমাকে জানিতে পারিয়াছেন। [প্রকাশপূর্ব্বক] সাধু আর্য্য চারুদত্ত। সাধু। গুণোপার্জ্জনেই পুরুষের যত্ন করা কর্ত্তব্য, যেহেতু নির্গুণ পুরুষ ধনবান্ হইলেও গুণবান্ দরিদ্র পুরুষের তুল্য হইতে পারে না। অপিচ, পুরুষমাত্রেই গুণলাভে যত্নবান্ হইবে, যেহেতু গুণবানের দুর্লভ বস্তু কিছুই নাই। দেখ, অমৃতবর্ষী চন্দ্রমা কেবল গুণের প্রভাবেই অন্যের দুর্লভ দেবাদিদেব মহাদেবের মস্তকে আরোহণ করিয়াছেন।"[৪]

অনুবাদ এখানে স্থূল অর্থ অনুসরণ করিয়াই অগ্রসর হইয়াছে। এখানে আরও লক্ষ্য করা যায় যে, মূলে বর্ণিত উপমা প্রয়োগের বর্ণনায়ও অনুবাদক বেশ সচেষ্ট ছিলেন। এরূপ পঞ্চম অঙ্কের বঙ্গানুবাদেও অনুবাদের একই লক্ষণ বিদ্যমান।

---

৪. শর্বিলক – [স্বগতম্] অয়ে বিজ্ঞাতোঽহমনয়া। [প্রকাশম্] সাধু চারুদত্ত! সাধু। আর্য –

গুণেষ্বেব হি কর্ত্তব্যঃ প্রযত্নঃ পুরুষৈঃ সদা
গুণযুক্তো দরিদ্রোঽপি নেশ্বরৈরগুণৈঃ সমঃ ॥ ২২ ॥

অপিচ –

গুণেষু যত্নঃ পুরুষেণ কার্য্যো ন কিঞ্চিদপ্রাপ্যতমং গুণানাম্।
গুণপ্রকর্ষাদ্দুরুপেন শম্ভোরলঙ্ঘ্যমুল্লঙ্ঘিতমুত্তমাঙ্গম্ ॥ ২৩ ॥ ৪র্থ অঙ্ক –

আর্য্য চারুদত্তের ভাবান্তরের বর্ণনায় মূল পঞ্চম অঙ্কের ৪০, ৪১ ও ৪২ সংখ্যক শ্লোকের বঙ্গানুবাদে রহিয়াছে –

"চারুদত্ত – [গোপনে] হায় কি কষ্ট। ধনের অভাবে ২ যাহার কোপ কোপের সময়েও প্রকাশ পায় না এবং প্রসাদও বিফল হয়, তাদৃশ দরিদ্র পুরুষের জীবনে প্রয়োজন কি ? পক্ষ শূন্য পক্ষী, নীরস তরু, জলহীন সরোবর ও দন্তহীন সর্প এবং ধনহীন পুরুষ ইহারা সকলেই তুল্যরূপে পরিগণিত হয়। অপিচ, – দরিদ্র পুরুষ ধনশূন্য গৃহের জলশূন্য কূপের এবং ফল, জল কুসুমবিহীন বৃক্ষের তুল্য। যেহেতু পূর্ব্ব পরিচিত প্রিয়জনের সমাগম জনিত আনন্দাভিশয়ে আপন দৈন্যাবস্থা বিস্মৃত হওয়ায় দরিদ্র পুরুষের পরিতোষের সময়ও পরিতোষিক দানের অভাবে এইরূপে বিফল হইয়া যায়।"৫.

রামময় শর্ম্মা একইভাবে মূলের অনুসরণ করিয়াছেন।

মূল ষষ্ঠ অঙ্কের ঊনবিংশ শ্লোকে সংশয়ের অনুবাদে রামময় শর্ম্মা একইভাবে স্থূল অর্থে মূলের অনুসরণ করিয়াছেন। যেমন –

---

৫. চারু – [জনান্তিকম্] ভোঃ ! কষ্টম্।
ধনৈর্বিযুক্তস্য নরস্য লোকে কিং জীবিতেনাদিত এব তাবৎ।
যস্য প্রতীকারনিরর্থকত্বাৎ কোপপ্রসাদা বিফলী ভবন্তি ॥ ৪০ ॥৫ম অঙ্ক –
পক্ষবিকলশ্চ পক্ষী, শুষ্কশ্চ তরুঃ সরশ্চ জলহীনম্।
সর্পাশ্চোদ্ধৃতদংষ্ট্রস্তুল্যং লোকে দরিদ্রশ্চ ॥ ৪১ ॥ ৫ম অঙ্ক –
অপিচ –
শূন্যৈ গৃহৈঃ খলু সমাঃ পুরুষা দরিদ্রাঃ
কূপৈশ্চ তোয়রহিতৈস্তরুভিশ্চ শীর্ণৈঃ ॥
যদ্দৃষ্টপূর্ব-জন-সঙ্গম-বিস্মৃতানা
মেবং ভবন্তি বিফলা পরিতোষকালাঃ ॥ ৪২ ॥ ৫ম অঙ্ক –

" চন্দনক — এই যে আর্য্য গোপালদারক ! যেরূপ পারাবত শ্যেণ পক্ষীর ভয়ে পলাইয়া ব্যাধের হস্তে পতিত হয় সেইরূপ ইনি রাজভয়ে পলাইয়া রক্ষিগণের হস্তে পতিত হইলেন । [চিন্তা করিয়া] এই গোপালদারক নিরপরাধী আমার শরণাগত, মহাত্মা চারুদত্তের শকটে আরোহণ করিয়া রহিয়াছেন এবং আমার প্রাণরক্ষক আর্য্য শর্বিলকের পরম মিত্র, এদিকে ইহাকে ধরিবার জন্য রাজার আদেশ হইয়াছে । এখন বিচার সঙ্গত কি করা উচিত । অথবা যাহাই হউক, আমি প্রথমে ইহাকে অভয় প্রদান করিয়াছি । ভীত ব্যক্তির প্রতি অভয়দানে আসক্ত হইয়া এবং পরোপকারে নিয়ত যত্ন করিয়া যদি মৃত্যুমুখেও পতিত হয় তাহা হইলে জনসমাজে তাহার প্রশংসাই হইয়া থাকে ।" ৬.

আলোচ্য অঙ্কের অনুবাদেও অনুবাদকের সতর্ক দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় ।

মূল সপ্তম অঙ্কের ষষ্ঠ শ্লোকে চারুদত্তের মহানুভবতার যে বর্ণনা রহিয়াছে অনুবাদক তাহার যথাযোগ্য অনুবাদ করিয়াছেন । তিনি লিখিয়াছেন —

---

৬. চন্দনক — হন্ত অজ্জঅো গোবালদারঅো সেনবিত্তাসিদো বিঅ পত্তরহী সাউণিঅস্স হত্থে নিবড়িদো । [বিচিন্ত্য] এসো অনবরাধী সরণাঅদী অজ্জচারুদত্তস্স মিত্ত ; অস্সাদী রাঅ — নিঅোঅো । তা কিং দাণিং এত্থ জুত্তং অনুচিট্ঠিদুং ? অধবা, জং ভোদু তং ভোদু পঢমং জেব্ব অভঅং দিনং ভীদাভঅপাদাণং দত্তস্স পরোবআর রসিঅস্স । জোদু হোদু হোত্ত নাসো, তহবি অলীঅ গুণো জেব্ব ॥১৯॥ষষ্ঠ অঙ্ক —

"চারুদত্ত — তুমি দৈববলেই এখানে উপস্থিত হইয়া আমার দৃষ্টিগোচর হইলে। আমি বরং প্রাণও পরিত্যাগ করিব তথাপি শরণাগতকে পরিত্যাগ করিব না।" ৭.

মূল অষ্টম অঙ্কের নবম শ্লোকে বসন্তসেনা কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াও শকার পুনরায় বসন্তসেনাকে প্রার্থনা করিলে সাধুপুরুষ ও কাপুরুষের তারতম্যের অনুবাদে রামময় শর্ম্মা লিখিয়াছেন —

"বিট — [স্বগত] বসন্তসেনা ইহার তাদৃশ তিরস্কার করিলেও এ ব্যক্তি পুনর্ব্বার তাহাকে স্মরণ করিতেছে। অননুকূলা স্ত্রী কাপুরুষদিগের অবমাননা করিলেও তাহাদের কামের শান্তি না হইয়া বরং বৃদ্ধিই হইয়া থাকে; কিন্তু তাদৃশ অবমাননায় সাধুদিগের কামের লাঘব অথবা একেবারেই দমন হয়।" ৮.

এই অনুবাদ পূর্ব্বোদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলির ন্যায় আক্ষরিক হইয়াছে বলা চলে। এরূপ মূল অষ্টম অঙ্কে বর্ণিত মধ্যাহ্নকালের বর্ণনায়ও অনুবাদক যথাসম্ভব সতর্কতার পরিচয় দিয়াছেন। অনুবাদ ও সংশোধন বিষয়ে রামময় শর্ম্মা যে পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা এই অনুবাদে সার্থক হইয়াছে।

---

৭. চারুদত্ত — বিধিনৈবোপনীতস্ত্বং চক্ষুর্বিষয়মাগতঃ।
অপি প্রাণানহং জহ্যাং ন তু ত্বাং শরণাগতম্ ॥৬॥ — ৭ম অঙ্ক —

৮. বিট — [স্বগতম্] অহো নিরস্তোঽপি স্মরতি তাম্।
অথবা —
স্ত্রীভির্বিমানিতানাং, কাপুরুষাণাং বিবর্ধতে মদনঃ।
সৎপুরুষস্য স এব তু ভবতি মৃদুর্নৈব বা ভবতি ॥৯॥ ৮ম অঙ্ক —

মূল নবম অঙ্কের বঙ্গানুবাদেও মূলের কোন ব্যতিক্রম দেখা যায় না। অনাবশ্যকবোধে উদ্ধৃতির বাহুল্য বর্জন করা হইল।

রক্তবস্ত্র ও করবীর মালা পরিহিত চারুদত্ত বধ্যভূমিতে গমন করিলে বসন্তসেনা যখন আকস্মিকভাবে তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিল তখন বিবাহকালে বরের অবস্থার সহিত চারুদত্ত নিজেকে কল্পনা করিয়াছেন। মূল দশম অঙ্কের ৪৩-৪৪ সংখ্যক শ্লোকে ইহার বেশ সুন্দর বর্ণনা রহিয়াছে। অনুবাদকও ইহার যথোচিত বর্ণনা দিয়াছেন। যেমন –

> "চারুদত্ত – বসন্তসেনে ! তোমার জন্যেই আমার দেহপাত হইতেছিল, কিন্তু তুমিই আসিয়া দেহরক্ষা করিলে। অহো ! প্রিয় সমাগমের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা, যাহার প্রভাবে মৃতদেহেও প্রাণসঞ্চার হইল। প্রিয়ে ! দেখ বিবাহকালে বর কর্তৃক পরিবৃত রক্তবস্ত্র ও রক্তকরবীর মালা, উত্তম স্ত্রীলাভ হইলে বরের যেরূপ আনন্দজনক হয় মৃত্যুসময়ে মৎকর্তৃক পরিধৃত এই রক্তবস্ত্র ও করবীর মালা অদ্য তোমার দর্শনে আমার সেইরূপ সন্তুষ্টজনক হইল।"[১]

এই অংশটি অনুবাদকের মূলানুবাদ হইলেও মূলের দুন্দুভি-ধ্বনির কোন উল্লেখ এখানে দেখা যায় নাই।

---

১. চারুদত্ত – প্রিয়ে বসন্তসেনে !

ত্বদর্থমেতদ্বিনিপাত্যমানং দেহং ত্বয়ৈব প্রতিমোচিতং মে
অহো ! প্রভাবঃ প্রিয়সঙ্গমস্য মৃতোহপি কোনাম পুনর্ধ্রিয়েত ! ॥৪৩॥

অপিচ – প্রিয়ে পশ্য, –

রক্তং তদেব বরবস্ত্রমিয়ঞ্চ মালা
কান্তাগমেন হি বরস্য যথা বিভাতি।
এতে চ বধ্যপটহধ্বনয়স্তথৈব
জাতা বিবাহপটহধ্বনিভিঃ সমানাঃ ॥৪৪॥ ১০ম অঙ্ক

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, রামময় শর্ম্মা 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের যে বঙ্গানুবাদ করেন তাহা অনুবাদকের মূলানুগ রচনা। মূলের কোন ব্যতিক্রম এখানে প্রায় দেখা যায় না। তবে, বর্ণনীয় বিষয় মাঝে মাঝে একটু বিস্তৃত হইলেও তাহাকে অনুবাদের ত্রুটি বলা যায় না। সংস্কৃত শব্দ ভাষান্তরিত হইলে তাহাকে জনসাধারণের বোধগম্য করার আবশ্যকতাবোধে সেই বর্ণনার একটু বিস্তৃতি ঘটিতে পারে। রামময় শর্ম্মা 'মৃচ্ছকটিক' নাটক বঙ্গানুবাদে খুবই সতর্কতার পরিচয় দিয়াছেন।

পরবর্তী অনুবাদক বৈকুণ্ঠনাথ বসু সংস্কৃত 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের মর্ম্মানুবাদ রচনা করেন ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে [১৩০৬ সাল]। তিনি অনূদিত গ্রন্থের নাম দিয়াছেন 'বসন্তসেনা'। 'নিবেদন' অংশে লিখিয়াছেন —

> "যে সকল সংস্কৃত নাটক এক্ষণে পাওয়া যায় তাহাদিগের মধ্যে 'মৃচ্ছকটিক' সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। গল্পাংশেও ঘটনার সমাবেশে ইহা বর্ত্তমান রঙ্গমঞ্চের বিশেষ উপযোগী বলিয়া রয়েল বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হইবার জন্য 'বসন্তসেনা' নামে উহার একখানি মর্ম্মানুবাদ বঙ্গীয় ভাষায় প্রস্তুত করা হয়। সেইখানি এক্ষণে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইল। মূল গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত অনুবাদিত করা হয় নাই, আবশ্যকমতে স্থান বিশেষে পরিত্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু মূল গ্রন্থের ঘটনা সমূহের ধারাবাহিকতা রক্ষা করিতে যত্ন করা হইয়াছে এবং স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া কোন অংশ বর্দ্ধিত বা বিকৃত করা হয় নাই। তবে মধুসূদন বাচস্পতি পণ্ডিত মহাশয়ের প্রণীত গদ্য 'বসন্তসেনা' অবলম্বনে সংস্থানকের বাক্যাংশের অল্পাধিক পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে।

তাহাতে মূল গ্রন্থকারের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা হয় নাই বলিয়া অনুবাদকের বিশ্বাস। বর্ত্তমান গ্রন্থপাঠে যদি কাহারও মূল নাটক পাঠের ও অভিনয়ের প্রবৃত্তি জন্মে তাহা হইলে বর্ত্তমান অনুবাদক নিজের পরিশ্রম সফল হইল জানিয়া সুখী হইবেন।"

বৈকুণ্ঠনাথ বসু 'প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে' নান্দী এবং প্রস্তাবনার অবতারণা করেন নাই এবং তাঁহার অনুবাদে নট-নটীরও কোন কথোপকথন নাই। প্রথমেই মৈত্রেয় ও চারুদত্তের আলোচনা রহিয়াছে।

মূল প্রথম অঙ্কের দশম শ্লোকের অনুবাদে অনুবাদক লিখিয়াছেন -

চারু - দুঃখ পরে সুখ আগমন।
অন্ধকারে দীপ দরশন॥
সুখ পরে দুঃখেতে পতন।
বেঁচে থাকা জীবন্ত মরণ॥

এ অংশের অনুবাদ মোটামুটি মূলানুযায়ী হইয়াছে বটে, কিন্তু মূলে বসন্তসেনা যখন শকার ও বিটের নিকট হইতে আত্মগোপন করিয়া চলিয়াছিল তখন বিট উপমা সহযোগে বসন্তসেনার যে বর্ণনা দিয়াছে আলোচ্য অনুবাদে সেরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় না।

আবার, ৪৮ সংখ্যক শ্লোকের অনুবাদে এখানে রহিয়াছে -

"বিট - চারুদত্ত দীনজনের কল্পতরু, আপনার ফলভরেই এখন অবনত হয়ে পড়েছে। তাঁর দুর্নাম করা কোনমতেই উচিত নয়। চল এখান থেকে প্রস্থান করা যাক্।"

- এখানে সংক্ষিপ্তানুবাদ লক্ষ্য করা যায়।

প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে বসন্তসেনা ও চারুদত্তের কথোপকথন রহিয়াছে। মূল দ্বিতীয় অঙ্কে যাহা বর্ণিত হইয়াছে অনূদিত প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে বৈকুণ্ঠনাথ তাহারই বর্ণনা দিয়াছেন। যেমন মূল দ্বিতীয় অঙ্কে বর্ণিত দর্দুরকের উক্তির অনুবাদ অনূদিত গ্রন্থের তৃতীয় দৃশ্যে রহিয়াছে, যদিও অনুবাদক তাহা অতি সংক্ষেপেই বর্ণনা করিয়াছেন। এরূপ বিন্যাসের বিপর্য্যয় বৈকুণ্ঠনাথের অনুবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

> "দর্দুরক – [স্বগত] জুয়া খেলায় একসময় আমি রাজার মত ঐশ্বর্য্য করেছিলেম, আবার সেই জুয়া খেলাতেই আমি সর্ব্বস্বান্ত হয়েছি। মাথুর না ? পালাব নাকি ?"

আলোচ্য অংশে জুয়া খেলার বর্ণনা থাকিলেও তাহা মূলানুসারী নহে। ইহা অনুবাদকের কল্পিত রচনা। ইহাতেই বোঝা যায়, মূলানুসরণের চেষ্টা থাকিলেও অনুবাদক অনেকাংশেই নিজ অভিরুচির দ্বারা পরিচালিত হইয়াছেন। এরূপ অনুবাদের প্রথম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে সংবাহক কর্তৃক চারুদত্তের যে গুণ বর্ণিত হইয়াছে তাহার সহিতও মূলের কোন মিল নাই। অনুবাদক লিখিয়াছেন –

> "সংবাহক – [স্বগত] একি ! আর্য্য চারুদত্তের নাম করেছি বলে এত আদর। আহা ধন্য চারুদত্ত। পৃথিবীর ভিতর তুমিই বেঁচে আছ, আর সকলে নিশ্বাস ফেলে মাত্র।"

মূল তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় শ্লোকের অনুবাদে বীণার বর্ণনা প্রসঙ্গে বৈকুণ্ঠনাথ বসু যথারীতি স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছেন। যেমন –

> " চারু – বীণার তান কি মধুর – কি মধুর ।
> বীণা রত্নাকর – সম্ভূত না হলেও স্বর্গীয় রত্ন বিশেষ।"

আলোচ্য অংশটি অনুবাদ বলিয়া অনুমিত হইলেও মূলের সহিত সম্পর্ক বিশেষ নাই বলিলেও চলে এবং অনুবাদ অতি সংক্ষিপ্ত হইয়াছে। এই সকল অংশ পাঠে ইহা সহজেই অনুমিত হয় যে, অনুবাদক মূল গ্রন্থের বিষয় অবলম্বন করিলেও ইহা বৈকুণ্ঠনাথের মৌলিক গ্রন্থ।

মূল চতুর্থ অঙ্কে শর্বিলক গহনা আনয়ন করিলে মদনিকা তাহাকে সন্দেহ করায় শর্বিলক যাহা বলিয়াছে অনুবাদে সেই বক্তব্যের আভাসমাত্র পাওয়া যায়। কিন্তু শর্বিলকের বংশ বর্ণনার কোন উল্লেখ অনুবাদে নাই।

অনূদিত পঞ্চম অঙ্কে বসন্তসেনার অভিসার এবং মেঘের বর্ণনা এখানে অনুপস্থিত। তবে মূল ৪০, ৪১ ও ৪২ সংখ্যক শ্লোকের অনুবাদে অনুবাদক অনেকটা মূলানুসরণ করার চেষ্টা করিয়াছেন, যদিও এ অনুবাদ অতি সংক্ষিপ্ত। যেমন –

> "চারুদত্ত – হায়! হায়! যার কৃতজ্ঞতা দেখাবার সামর্থ্য নাই এ সংসারে তার প্রাণ ধারণ করাই বৃথা। ফলহীন বৃক্ষ আর জলহীন সরোবর আর বিষহীন সর্প আর পক্ষহীন ব্যোমচর – এরা ধনহীন নরের সঙ্গে সমান ভাগ্যবান।"

মূল ষষ্ঠ অঙ্কের ১৯ সংখ্যক শ্লোকে চন্দনকের মনে যে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে অনূদিত দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে অনুবাদক লিখিয়াছেন –

> "চন্দনক – শরণাগতের কোন ভয় নাই। [স্বগত] কি সর্ব্বনাশ! আর্য্যকের কণ্ঠস্বর বলে বোধ হচ্ছে না? উপায়? আর্য্যক আমার প্রাণদাতা শর্ব্বিলকের বন্ধু, আবার চারুদত্তের যান – যদি ধরিয়ে দিন তাহলে সেই সাধু

সদাশয়েরও সমূহ বিপদ ঘটবে – এদিকে আবার রাজার প্রতি কর্ত্তব্য, কি করি ? – না যখন একবার একে অভয় দিয়েছি তখন প্রাণ দিয়েও একে রক্ষা করতে হবে ।"

মূলের ভাব এখানে রক্ষিত হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহা ঠিক মূলানুগামী অনুবাদ নহে ।

বৈকুণ্ঠনাথ বসু কর্তৃক রচিত তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে মূল সপ্তম অঙ্কের বিষয়বস্তু পাওয়া যায় । তবে মূল সপ্তম অঙ্কে আর্য্য চারুদত্তের মহানুভবতার যেরূপ বর্ণনা রহিয়াছে অনুবাদে তাহার উল্লেখমাত্র আছে । মূল ৬ষ্ঠ শ্লোকের উল্লেখ এখানে এইরূপ রহিয়াছে –

"চারু – ভয় নাই, ভয় নাই, শরণাগতকে প্রাণপনে রক্ষা করা উচিত । বর্ধমানক এর পায়ের বেড়ী খুলে দাও ।"

এরূপ সংক্ষিপ্তানুবাদের লক্ষণ এই অনুবাদের প্রায় সর্বত্রই রহিয়াছে । তাহাছাড়া অনূদিত গ্রন্থের তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে ভিক্ষুকের যে গান বর্ণিত হইয়াছে তাহার সহিত মূলের কোন সম্পর্ক নাই । সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ করিতে গিয়া অনুবাদকগণ প্রায়ই মূলের সহিত নিজের রুচি ও কল্পনা মিশাইয়া ফেলিয়াছেন ।

মূল অষ্টম অঙ্কের নবম শ্লোকে সাধুপুরুষ ও কাপুরুষের বর্ণনায় যাহা রহিয়াছে অনুবাদক সে বর্ণনায় একেবারেই নীরব রহিয়াছেন । তাহাছাড়া গ্রীষ্মের প্রখর মধ্যাহ্নেরও কোন উল্লেখ নাই ।

মূল নবম অঙ্কের বঙ্গানুবাদেও অনুবাদের একই ধারা প্রবাহিত হইয়াছে । প্রায় প্রত্যেক অঙ্ক অনুবাদের ক্ষেত্রে অনুবাদক মূলের কিছু অংশ পরিত্যাগ করেন, আবার, যে অংশের অনুবাদ করিয়াছেন তাহাও অতি সংক্ষিপ্ত হইয়াছে ।

মূলে শকার নিজের বিচিত্র রূপের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহা এখানে অনুপস্থিত এবং চারুদত্তের নিকট বিচারালয়ের যে অপূর্ব শোভা দৃষ্ট হইয়াছিল বৈকুণ্ঠনাথ সে অনুবাদেও বিরত রহিয়াছেন। কিন্তু বিচার সম্বন্ধে বিচারকের মন্তব্য মূলে যাহা রহিয়াছে অনুবাদে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। আবার অশুভ দৃশ্যের যে বর্ণনা আছে অনুবাদে তাহা খুবই সংক্ষিপ্ত।

এরূপ মূল দশম অঙ্কের প্রারম্ভে বধ্যভূমিতে যাওয়ার পূর্বে চারুদত্ত বধ্যবেশের যে বর্ণনা দিয়াছেন এখানে সে বর্ণনা নাই। আলোচ্য অনুবাদের পঞ্চম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে বৈকুণ্ঠ নাথ মূল দশম অঙ্কের ৪৪ সংখ্যক শ্লোকের অনুবাদে লিখিয়াছেন –

"চারুদত্ত – বসন্ত! শান্ত হও – করোনা রোদন,
বিধির ঘটন কেবা করে নিবারণ।
কোথায় মরণ, কোথা শুভ সম্মিলন
এই মম রক্তবাস –পট্টবাস পরিণয়কালে
এই মালা কুতূহলে তুলে দিব বধূ গলে
অমঙ্গল রবে আর বাজিবে না ভেরী।
উৎসবে মাতাবে সবে মধুর লহরী।"

– ইহাকে মূলের ভাবানুবাদ বলা যায়। মূলে যে প্রকৃত বন্ধুর পরিচয় রহিয়াছে এখানে সেরূপ পরিচয়ের বর্ণনা নাই।

বৈকুণ্ঠনাথ বসু কর্তৃক রচিত 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের বঙ্গানুবাদ যে মূলের যথোচিত ভাবানুর নহে তাহা এই গ্রন্থ পাঠে সহজেই বোঝা যায়। অধিকাংশ স্থানেই অনুবাদক মৌলিক কল্পনায় পরিচালিত হইয়াছেন এবং নির্ব্বিচারে তিনি মূলের বহু অংশ পরিত্যাগ করেন। তাহাছাড়া সংক্ষিপ্তানুবাদের লক্ষণ তাঁহার অনুবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

পরবর্তী অনুবাদক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের অনুবাদ করেন ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে [আখ্যাপত্রে তারিখ নাই]। এই অনুবাদ গ্রন্থে তিনি দীর্ঘ 'ভূমিকা' অংশ যোগ করিয়াছেন। তৎকালে নাগরিক সমৃদ্ধি ও বিলাসিতা যে চূড়ান্ত সীমায় উঠিয়াছিল বসন্তসেনার ভবন বিভবের বর্ণনা পাঠ করিলেই তাহা উপলব্ধি করা যায়। তৎকালে সুবিচারের প্রতি বিচারকের বিশেষ দৃষ্টি ছিল এবং সমস্ত নাগরিক জীবনের চিত্র এই নাটকে জীবন্তরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের বঙ্গানুবাদে যথোচিত সতর্কতার পরিচয় দিয়াছেন। আলোচ্য কাল পর্বে একমাত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে সার্থক অনুবাদকরূপে অভিহিত করা যায়। ১৮৯৯ -- ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সংস্কৃত নাটকের বহু অনুবাদ করেন। তাঁহার প্রত্যেকটি অনুবাদই মূল গ্রন্থ অনুসরণ করিয়া লিখিত হইয়াছে। আলোচ্য কালসীমা বহির্ভূত বলিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনূদিত 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের বিস্তৃত বর্ণনা হইতে বিরত রহিলাম।